Naya Jamana Evening Edition.....9 june.....2026_Layout 1 17-07-2026 16:44 Page 1

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

সান্ধ্য সংস্করণ

৩২ আষাঢ় ।। ১৪৩৩।। শুক্রবার ১৭ জুলাই ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ৪০০ সংখ্যা ।। ৪পাতা

ঘনঘন দলবদল! এবার ঋতব্রত শিবিরে যোগ প্রাক্তন বিধায়ক বিশ্বজিৎ দাসের

বেরলেই ডিমথেরাপি! বাড়ির সামনে অপেক্ষায় জনতা, তড়িঘড়ি ঋতব্রত শিবিরে মমতা ঘনিষ্ঠ তাপস

নদীতে হাত ধুতে যাওয়ায়ই কাল, বাগে পেয়ে কিশোরকে আছড়ে-গিলে খেল কুমির! ভাইরাল হাড়হিম ভিডিও

ইতিহাস গড়ল ভারতীয় রেল, দেশের প্রথম

হাইড্রোজেন-ট্রেনের উদ্বোধন মোদির

নয়া জামানা ঃ ইতিহাস তৈরি করল ভারতীয় রেল। বৃহস্পতিবার দেশের প্রথম হাইড্রোজেন-চালিত ট্রেনের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। প্রাথমিকভাবে হরিয়ানার জিন্দ-সোনিপত রুটে ৮৯ কিলোমিটার দূরত্বে চলবে দূষণমুক্ত, আধুনিক ইকো-ফ্রেন্ডলি প্রযুক্তির এই ট্রেনটি।উদ্বোধনের আগে সমাজমাধ্যম এক্স-এর হ্যান্ডেলে প্রধানমন্ত্রী লেখেন, এই বিশেষ ট্রেনের মাধ্যমে ভারত এমন কয়েকটি দেশের এলিট গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হল যাদের কাছে এই প্রযুক্তি রয়েছে। তাঁর মতে, রেলক্ষেত্রে পরিবেশবান্ধব ও পরিচ্ছন্ন প্রযুক্তির এই ব্যবহার দেশকে অনেকটা এগিয়ে নিয়ে যাবে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই প্রযুক্তিতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য হাইড্রোজেন ফুয়েল সেল ব্যবহার করা হয়, যা প্রচলিত ডিজেলচালিত ট্রেনের তুলনায় অনেক বেশি পরিবেশবান্ধব। বিশেষ প্রযুক্তির মাধ্যমে হাইড্রোজেন সংরক্ষণ ও রিফুয়েলিংয়ের সুবিধাও নিশ্চিত করা হয়েছে এই ট্রেনে।হাইড্রোজেন ট্রেনের বিশেষত্ব-১০ কোচের এই অত্যাধুনিক ট্রেনে রয়েছে ২টি ড্রাইভিং পাওয়ার কার এবং ৮টি ট্রেইলার কোচ।ট্রেনের চালিকাশক্তি ১২০০ কিলোওয়াটের 'প্রোটন এক্সচেঞ্জ মেমব্রেন ফুয়েল সেল', যেখানে উচ্চচাপের সিলিন্ডারে থাকা হাইড্রোজেন গ্যাস ও বাতাসের অক্সিজেনের রাসায়নিক বিক্রিয়ায় বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়।ট্রেনের সর্বোচ্চ গতিবেগ ঘণ্টায় ৭৫ কিলোমিটার হলেও এর ডিজাইন স্পিড ঘণ্টায় ১১০ কিলোমিটার।একসঙ্গে প্রায় ২৬০০ যাত্রী করেছে।

যাতায়াত করতে পারবেন এই ট্রেনে।জিন্দ জংশন, গোহানা জংশন ও সোনিপতকে সংযুক্ত করবে এই ট্রেন, সেই সঙ্গে সুবিধা পাবে মধ্যবর্তী স্টেশনগুলিও।যাত্রাপথে জিন্দ সিটি,

পান্ডু পিন্ডারা জংশন, ললিত খেরা হল্ট, ভাম্ভেওয়া, ইসাপুর খেরি হল্ট, বুটানা হল্ট, খান্দ্রাই হল্ট, রাবরা হল্ট, লাঠ হল্ট, মোহানা এবং বারওয়াসনি হল্টে থামবে ট্রেনটি।শুক্রবারের এই ঐতিহাসিক সূচনার মধ্য দিয়ে হাইড্রোজেন ট্রেন পরিচালনাকারী বিশ্বের হাতে গোনা কয়েকটি দেশের তালিকায় নাম লেখাল ভারত। এর আগে জার্মানি, চিন, জাপান ও আমেরিকা সফলভাবে হাইড্রোজেন-চালিত ট্রেন পরিচালনা করেছে।

পিছু হটলেন সিদ্দিকুল্লা!

নয়া জামানা ঃ কলকাতা বিমানবন্দরের দ্বিতীয় রানওয়ে সম্প্রসারণের জন্য রানওয়ের পাশে থাকা

গৌরীপুর জামে মসজিদ বা বাঁকড়া মসজিদে নামাজ বন্ধের প্রতিবাদে মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের আজ পথে নামার ডাক দিয়েছিলেন জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের পশ্চিমবঙ্গ শাখার সভাপতি সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী। শুক্রবার দুপুরে বিমানবন্দর চত্বরে দেখা গেছে সিদ্দিকুল্লাকে।তবে আজ সকাল থেকে সেখানে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা দেখা গেছে।

পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী নিরাপত্তা চাদরে মুড়ে ফেলেছে মসজিদে প্রবেশপথের সামনে বাঁকড়া এলাকা। অবাঞ্ছিত কাউকে জমায়েত করতে দেয়নি পুলিশ। ভারতীয় ন্যায় সংহীতার ১৬৩ ধারা (পূর্বের ১৪৪ ধারা) সেখানে কার্যকর করা হয়েছে।

ধরনায় কালীঘাট তৃণমূল

নয়া জামানা ঃ সোনাম ওয়াংচুকের অনশনকে কেন্দ্র করে এবার এরাজ্যের উত্তাপ বাড়ানোর কৌশল।

এবার তার সমর্থনে বিধানসভা চত্বরে আম্বেদকর মূর্তির পাদদেশে ধরনায় বসল কালীঘাট তৃণমূল। শুক্রবার বিধানসভা চত্বরে ব্যানার প্ল্যাকার্ড হাতে ধরনায় বসেন তৃণমূলের ৭-৮জন নেতা। ধরনা-অবস্থানে উপস্থিত ছিলেন কুণাল ঘোষ, শোভনদেব

চট্টোপাধ্যায়, খালিফা আহমেদ, বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়, অশোক দেবের মতো তৃণমূল নেতারা। এর কয়েকদিন আগেই সোনম ওয়াংচুকের সঙ্গে কথা বলেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

কর্ণসুবর্ণে ট্রেন দুর্ঘটনায় মৃতদের পরিবারকে

রেল-রাজ্যের ক্ষতিপূরণ ঘোষণা

নয়া জামানা,মুর্শিদাবাদ ঃ বহরমপুরের কর্ণসুবর্ণে শুক্রবার সকালে ঘটে যাওয়া ভয়াবহ দুর্ঘটনার ঘটনায় তদন্তের জন্য ১০ সদস্যের একটি বিশেষ কমিটি গঠন করেছে ভারতীয় রেল। ঘটনার পরপরই ঘটনাস্থলে পৌঁছে যান রেলের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা।কর্ণসুবর্ণ ও গোবিন্দপুর স্টেশনের মাঝে একটি লেভেল ক্রসিং খোলা অবস্থায় থাকাকালীন দ্রুতগতিতে আসা নিমতিতা-কাটোয়া প্যাসেঞ্জার ট্রেনটি একটি পুলকার ও এক সাইকেল আরোহীকে ধাক্কা মারে। দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান তিনজন; জেসিকা ইয়াসমিন (৯), ফারহানা সুলতানা (৬) এবং জামশেদ আলি (৬৫)।পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শিবরাম মাঝি জানিয়েছেন, প্রাথমিক তদন্তে সিগন্যালিং ব্যবস্থায় কোনও ত্রুটি পাওয়া যায়নি এবং ট্রেনটি সিগন্যাল মেনেই চলছিল। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, ইন্টারলকিং গেট পরিচালনার দায়িত্বে থাকা গেটম্যান ও সুপারভাইজারের গাফিলতির কারণেই এই দুর্ঘটনা

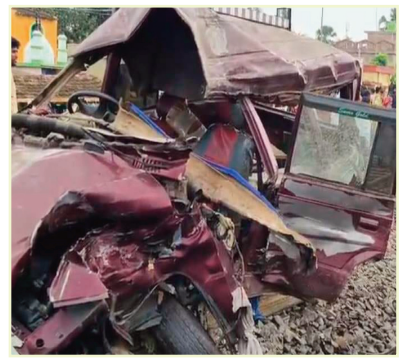

ঘটেছে বলে মনে করা হচ্ছে, এবং সেই কারণে দু'জনকেই সাসপেন্ড করা হয়েছে।স্থানীয়দের দাবি, গেটম্যানের উদাসীনতার জেরেই এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। ক্ষুব্ধ জনতা তাঁকে কেবিনে আটকে তালাবন্ধ করে দেয় এবং কড়া শাস্তির দাবি জানায়। পরে বহরমপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে গেটম্যানকে গ্রেপ্তার করে।স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, ওই গেটম্যান নিয়মিত মদ ও গাঁজা সেবন করে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় দায়িত্ব পালন করতেন, যার ফলে প্রায়শই গেট বন্ধ করার পর তা খুলতে ভুলে যেতেন। এতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গেট বন্ধ থাকায় সাধারণ মানুষকে চরম ভোগান্তির মুখে পড়তে হত। বারবার অভিযোগ জানানো সত্ত্বেও কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি বলে তাঁদের দাবি। গ্রেপ্তারের সময়েও অভিযুক্ত ব্যক্তির শারীরিক ভাষায় নেশাগ্রস্ত থাকার লক্ষণ স্পষ্ট ছিল বলে জানা গেছে, তবে গেট খোলা রাখা নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি কোনও উত্তর দেননি।ভারতীয় রেলের তরফে মৃতদের পরিবার প্রতি ১০ লক্ষ টাকা এবং আহতদের জন্য আড়াই লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্যের ঘোষণা করা হয়েছে। পাশাপাশি রাজ্য সরকারের তরফে মৃতদের পরিবার পিছু ৫ লক্ষ টাকা দেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে। আহতদের চিকিৎসার সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে মুর্শিদাবাদে দাঁড়িয়ে এই আর্থিক সহায়তার কথা ঘোষণা করেন রাজ্যের মন্ত্রী গৌরীশংকর ঘোষ।

Naya Jamana Evening Edition.....9 june.....2026_Layout 1 17-07-2026 16:44 Page 2

সানি লিওনের সঙ্গে, চলুন বেড়িয়ে আসি মন্দারমণি !

এআই ছবিতে ভরে উঠছে নেটভুবন

নয়া জামানা ডেক্স ঃ ইদানিং ফেসবুক খুললেই দেখা যাচ্ছে এমনধারা ফোটো, যার ক্যাপশনে সে ছবির মালিক লিখছেন মন্দারমণি ঘুরতে গিয়ে আচমকাই সানির সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়ার কথা !মন্দারমণিতে এসেছেন সানি লিওন ! সত্যিই এসেছেন ? নাকি কোনও আসন্ন প্রোজেক্টের কথা জানাতেই এসব ভনিতা ? বিগত কয়েকদিনে সে প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে তোলপাড় নেটদুনিয়া। বলিউড তারকা সানি লিওন দিনকতক আগে তাঁর সোশাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টে পোস্ট করেন নিজের একটি ফোটো। দেখা যায়, কোনও এক সমুদ্রসৈকতে দাঁড়িয়ে রয়েছেন তিনি। এ পর্যন্ত বিস্ময়কর কিছুই নেই তেমন। আন্তর্জাতিক মানের এক তারকা যে সমুদ্রতীরে ফোটো শ্যুট করবেন, এতে আর অবাক হওয়ার কী আছে ? কিন্তু ফোটোর ক্যাপশনই উসকে দেয় জল্পনা। আন্দাজ পাওয়া যায়, সানি বুঝি মন্দারমণিতে রয়েছেন, অথবা ঘুরে গিয়েছেন কিছুকাল আগেই !দেশবিদেশের নামী দামী সৈকতশহর ছেড়ে বাঙালির মন্দারমণি ! স্বাভাবিকভাবেই নেটিজেনদের তুমুল আগ্রহ উপচে পড়ে সোশাল মিডিয়ায়। এরপর একের পর এক ফোটো পোস্ট করেন সানি। দিগন্ত বিস্তৃত নীল সমুদ্রের সামনে তোলা তাঁর ফোটোগুলির লোকেশন যে মন্দারমণিই, সে বিষয়ে মোটামোটি নিশ্চিত হয়ে যায় বাঙালি। আঁচ করা যায়, কোনও এক নামী আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিশ্রুতিমাফিক কর্মসূত্রে বঙ্গে তাঁর আগমন !মন্দারমণিতে কি তবে এক্ষুনি ভিড় করবে পর্যটক ? হোটেলের দাম, খাবারের মান সবই কি ধাঁ করে উপরের দিকে উঠবে এবার ? চটুল কমেন্টে ভরে ওঠে প্রতিটি কমেন্টবক্সই। তবে সানি লিওন চলে যাওয়ার পর যাই ঘটুক না কেন, সানি

লিওন থাকতেই যদি মন্দারমণি যাওয়া যেত; এহেন কল্পনায় উদ্বেল হয়ে ওঠে কল্পনাপ্রবণ বাঙালির হৃদয়। আর তারই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মাথাচাড়া দেয় এক নতুন ট্রেন্ড ইদানিং ফেসবুক খুললেই দেখা যাচ্ছে এমনধারা ফোটো, যার ক্যাপশনে সে ছবির মালিক লিখছেন মন্দারমণি ঘুরতে গিয়ে আচমকাই সানির সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়ার কথা ! ফোটোয় তাঁকে দেখা যাচ্ছে সানির সঙ্গে, কখনও বন্ধুর মতো গলা জড়িয়ে, কখনও বা হাত ধরে ! দর্শক তা দেখে প্রথমটায় চমকে উঠবেন ঠিকই, তবে ভালোমতন যাচাই করলে বুঝতে পারবেন, আদতে এ ফোটো তৈরি করা হয়েছে এআই-এর সহায়তায়। এক-দুটো নয়, সোশাল মিডিয়া প্রায় ভরে গিয়েছে এমন ছবিতে !তবে ধোঁয়া-ধোঁয়া মিথ্যে কথা নয়, এমন ফোটো যে নেহাত মজার ছলেই বানানো, তা পরিষ্কার হয় এ ধরনের পোস্টগুলি দেখলেই। আর এতে কারও ক্ষতিসাধনের ইচ্ছেও নেই পোস্টকর্তার। এআই-এর বাড়বাড়ন্ত হওয়ার কাল থেকেই প্রিয় তারকার পাশে দাঁড়ানো ফোটো তৈরি করতে বারবার কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাহায্য নিয়েছে মানুষ। এ কাজও তারই এক উদাহরণ বটে যদিও এমন ট্রেন্ড আরও একবার সচেতন হওয়ার কথা বলে নেটনাগরিকদের। সোশাল মিডিয়ায় যা-কিছু দেখা যায়, তা যে কখনওই চোখ বন্ধ করে একবাক্যে বিশ্বাস করা উচিত নয়, বিশেষত সন্দেহ জন্মালে যে অবশ্যই বারবার করে সত্যতা যাচাই করে নেওয়া উচিত, এ ঘটনা তা-ই খেয়াল করায়।

ক্লাসরুমের মধ্যেই ঠোঁটঠাসা চুমু

নয়া জামানা ডেক্স ঃ ক্লাসরুম মানেই পড়ুয়াদের ভিড়, শিক্ষকদের পড়ানো। সেখানে হাজারো মজার কাণ্ডও ঘটে। কখনও সহপাঠীদের মধ্যে খুনসুটি কখনও বা শিক্ষকের সঙ্গে পড়ার বাইরের বিষয় নিয়ে মিষ্টি আলোচনা-অনেক কিছুরই সাক্ষী থাকে ক্লাসরুম। কিন্তু একে অপরকে জাপটে জড়িয়ে ধরে ঠোঁটঠাসা চুমু খাচ্ছেন দুই শিক্ষক ! এমনটাই ঘটেছে এক ক্লাসরুমে। রোম্যান্সে মত্ত দুই শিক্ষকের ভিডিও নেটদুনিয়ায় হু হু করে ভাইরাল !ঘটনাটি উত্তরপ্রদেশের একটি সরকারি স্কুলে। কনৌজ জেলার ওই স্কুলের ক্লাসরুমে রয়েছে সিসি ক্যামেরা। সেখানেই ধরা পড়ে দুই শিক্ষকের প্রেম কাহিনি। ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, একেবারে ফাঁকা ক্লাসরুমে ঢুকেছেন শিক্ষক-শিক্ষিকা। জড়িয়ে ধরে রীতিমতো

আদরে মত্ত হয়ে পড়েন তাঁরা। নিজেদের মধ্যে গল্পগুজব করতে করতেই একে অপরের ঠোঁটে ঠোঁট রাখেন। সিসিটিভি ফুটেজে স্পষ্ট ধরা পড়ে দু'জনের চুম্বনদৃশ্য। মিনিটখানেকের ওই সিসিটিভি ফুটেজই ছড়িয়ে পড়েছে সোশাল মিডিয়ায় !জানা গিয়েছে, ভিডিওতে থাকা দু'জনেই অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার হিসাবে ওই স্কুলে কর্মরত। তাঁদের মধ্যে ঠিক কী সম্পর্ক সেই নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে। তবে এই ভিডিও প্রকাশ্যে আসতেই নড়েচড়ে বসেছে যোগীরাজ্যের শিক্ষা দপ্তর। ঘটনাটি নিয়ে কনৌজের জেলা বেসিক এডুকেশন অফিসার পদক্ষেপ করেছেন। তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন ব্লকের শিক্ষা আধিকারিককে। অবিলম্বে দুই শিক্ষকের পরিচয়-সহ তদন্তের পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট জমা দিতে বলা হয়েছে ব্লক আধিকারিককে !ভাইরাল ভিডিও ঘিরে নেটদুনিয়ায় তোলপাড় পড়ে গিয়েছে। নেটিজেনদের একাংশের মত, শিক্ষকরা গুরু। তাঁদের এহেন আচরণ মোটেও কাম্য নয়। কেউ বা বলছেন, প্রেম করতেই পারেন শিক্ষকরা। কিন্তু স্কুলের মধ্যে এমন কাণ্ড ঘটানো ঠিক হয়নি। সবমিলিয়ে শিক্ষকদের উদ্দাম প্রেমের ভিডিওতে মজে নেটিজেনরা।

স্টেথোস্কোপে জগন্নাথ দেবের স্বাস্থ্যপরীক্ষা !

নয়া জামানা ডেক্স ঃ গরম থেকে বাঁচতে স্নানযাত্রায় ১০৮ কলসি জল ঢেলে প্রতি বছর স্নান করানো হয় জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রাকে। এরপর সর্দি-জ্বরে আক্রান্ত হন তিন ভাইবোন। অসুখ সারাতে ১৪ দিনের জন্য তাঁদের সবার অলক্ষ্যে রাখা হয়। এই 'কোয়ারান্টিন' পর্ব শেষে স্বাস্থ্য পরীক্ষার পর হয় রথযাত্রা। উত্তরপ্রদেশের জৌনপুরের এক মন্দিরে এই ঐতিহ্যবাহী আচারে লাগল আধুনিকতার ছোঁয়া। সেখানে একজন চিকিৎসক রীতিমতো স্টেথোস্কোপ ব্যবহার করে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করলেন জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার বিগ্রহের। এই ভিডিও ভাইরাল হয়েছে সোশাল মিডিয়ায়।জৌনপুরের রাসমণ্ডল মন্দিরের ভিডিওটি গত মঙ্গলবারের। সেখানেই দেখা গিয়েছে, তিন দেবতার বুকে স্টেথোস্কোপ লাগিয়ে জ্বর পরীক্ষা করছেন জনৈক চিকিৎসক। যা দেখে অনেকেই বেজায় অবাক হয়েছেন। ভিডিওটি দ্রুত ভাইরাল হয়েছে। যদিও জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার জ্বর হওয়া ও স্বাস্থ্যপরীক্ষা একটি স্বাভাবিক ঘটনা।প্রথা অনুযায়ী, স্নান পূর্ণিমার পরদিন থেকে আষাঢ় মাসের কৃষ্ণপক্ষের অমাবস্যা পর্যন্ত তিন ভাইবোন ভক্তদের দৃষ্টির আড়ালে থাকেন।

দেবতার অসুখ নিরাময়ে এই সময় ভেষজ মিশ্রণ ও ঔষধি ক্বাথ 'ভোগ' হিসেবে নিবেদন করা হয়। এই প্রথার অংশ হিসেবে রথযাত্রার প্রস্তুতিকালীন চিকিৎসকদের একটি বিশেষ দল আনুষ্ঠানিকভাবে দেবতার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন।জৌনপুরের মন্দিরে বৃহস্পতিবার রাজকীয় কায়দায় খিচুড়ি ভোগ নিবেদন করা হয়; এরপর ভক্ত সমাগমে রাস্তায় বের হয় প্রভু জগন্নাথের রথযাত্রা ও বার্ষিক শোভাযাত্রা। স্টেথোস্কোপে স্বাস্থ্যপরীক্ষা ভাইরাল হলেও বিষয়টি জৌনপুরের রাসমণ্ডল মন্দিরে নতুন নয়। বহু বছর ধরেই আনুষ্ঠানিক ভাবে এই রীতি পালিত হয়ে আসছে।

বিয়ে রুখতে নেড়া হলেন তরুণী !

নয়া জামানা ডেক্স ঃ কত কী ছড়িয়ে আছে নেটভুবনে ! মুহূর্তে ভাইরাল হয়ে যায় আশ্চর্য সব ব্যাপার। ঠিক এই মুহূর্তে যে ভিডিও ভাইরাল তা এক তরুণীর। তিনি কনটেন্ট ক্রিয়েটর কীর্তনা মেনন। ভাইরাল ভিডিওয় দেখা যাচ্ছে তিনি মাথা নেড়া করে ফেলেছেন। কিন্তু কেন ? তিনি নিজেই লিখেছেন ভিডিওর ক্যাপশনে- 'মা আমার বিয়ে ঠিক করেছিল।' অর্থাৎ মায়ের ঠিক করা পাত্রকে বিয়ে না করতেই এমন সিদ্ধান্ত তাঁর ! সত্যিই কি তাই ?কীর্তনা নিজেই স্পষ্ট করে দিয়েছেন বিষয়টা। অতি সম্প্রতি আরও একটি ভিডিও শেয়ার করেছেন তিনি। সেখানেই বলেছেন সব বৃত্তান্ত। জানিয়েছেন, মায়ের উপরে রাগ করে মাথা মুড়িয়ে ফেলার ব্যাপারটা ঠিক নয়। নিছক মজা করতেই এই সিদ্ধান্ত তাঁর। কিন্তু তাহলে মাথা তিনি নেড়া করলেন কেন। সেই ব্যাখ্যাও

করেছেন কীর্তনা। জানিয়েছেন মণ্ডিতমুস্তক হওয়ার আসল 'রহস্য' !কীর্তনার বক্তব্য, বহুদিন ধরেই তিনি চাইতেন মাথা নেড়া করবেন। কিন্তু তা আর হয়ে উঠছিল না। কিন্তু একদিন তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েই ফেলেন, এবার নেড়া হতেই হবে। যেমন ভাবা তেমন কাজ। সটান মা'কে জানালেন নিজের সিদ্ধান্তের কথা। এমন কথা শুনে প্রথমে তাঁর মা পাত্তা দেননি। পরে অবশ্য বুঝতে পারেন মেয়ে 'সিরিয়াস' হয়েই এমন সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন। এরপর অবশ্য তিনি কোনও আপত্তি করেননি। বরং মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে চলে যান স্থানীয় এক মন্দিরে। সেখানে সম্পূর্ণ মাথা নেড়া করে কীর্তনা তাঁর চুল দান করে দেন।স্বাভাবিক ভাবেই ভাইরাল ভিডিওটির মতোই এই ভিডিওটিও পছন্দ হয়েছে নেটিজেনদের। তাঁরা প্রশংসা করেছেন এমন কাণ্ডের। অনেকেই জানিয়েছেন, মাথা নেড়া করেও ওই তরুণীকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে। সবশেষে একথাই বলা যায়, ইন্টারনেটে যা দেখা যায় তা যাচাই না করে বিশ্বাস করা ঠিক নয়। সেটাই যেন নতুন করে মনে করিয়ে দিল কীর্তনার ভাইরাল ভিডিও।

Naya Jamana Evening Edition.....9 june.....2026_Layout 1 17-07-2026 16:44 Page 3

তিন দিনে একই পরিবারের তিন মৃত্যু !

প্রেম-সন্দেহের জল্পনার মাঝেই বানারহাটে রহস্য ঘনীভূত

নয়া জামানা ,জলপাইগুড়ি ঃ বানারহাট থানার পশ্চিম দুরামারি এলাকার মানুষ এখনও যেন বিশ্বাসই করতে পারছেন না, মাত্র তিন দিনের মধ্যে একই পরিবারের তিনজনের এভাবে মৃত্যু হতে পারে। প্রথমে গৃহবধূর মৃতদেহ, তারপর স্বামীর ঝুলন্ত দেহ, আর সবশেষে যে চিতায় দাদা বৌদিকে দাহ করা হয়েছিল, সেই চিতার পাশেই মিলল দেওর সনাতন রায়ের ঝুলন্ত মৃতদেহ। এই ঘটনায় গোটা এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া। পাশাপাশি প্রেম, সন্দেহ আর মৃত্যুর এই ঘটনার কথা এখন চর্চার বিষয় হয়ে উঠেছে চারদিকে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, পশ্চিম দুরামারি এলাকার বাসিন্দা ছিলেন বিমল রায়, তাঁর স্ত্রী চুমকি রায় ওরফে রূপা এবং ছোট ভাই সনাতন রায়। গ্রামের অনেকের দাবি, দীর্ঘদিন ধরেই চুমকি ও সনাতনের সম্পর্ক নিয়ে এলাকায় নানা কথা শোনা যেত। এই বিষয়টি নিয়ে বিমল রায়ের সঙ্গে স্ত্রীর প্রায়ই ঝগড়া বিবাদ হতো বলেও দাবি স্থানীয়দের। তবে এই সম্পর্কের অভিযোগের সত্যতা এখনও পুলিশ বা তদন্তকারী সংস্থা আনুষ্ঠানিকভাবে নিশ্চিত করেনি। ঘটনার দিন সকালে চুমকি বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান। এরপর তাঁকে খুঁজতে বের হন স্বামী বিমল। কিছু সময় পরে পরিবারের কাছে একটি ভয়েস মেসেজ আসে। সেই ভয়েস মেসেজে বিমল দাবি করেন, তিনি স্ত্রীকে খুন করেছেন এবং নিজেও আর বাঁচবেন না। এরপর থেকেই তাঁর মোবাইল ফোন বন্ধ হয়ে যায়। সন্ধ্যার দিকে গয়েরকাটা নাথুয়া রাজ্য সড়কের পাশে মোরাঘাট জঙ্গলের মধুবনী সেতুর কাছ থেকে উদ্ধার হয় চুমকি রায়ের মৃতদেহ। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বানারহাট থানার পুলিশ ও বনদপ্তরের কর্মীরা। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়। পরিবারের পক্ষ থেকে থানায় অভিযোগও দায়ের করা হয়। এরপর শুরু হয় বিমল রায়ের খোঁজ। কিন্তু পরদিন সেই খোঁজ শেষ হয় আরও একটি মৃত্যুর খবর দিয়ে। একই মোরাঘাট জঙ্গল থেকে ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার হয় বিমল রায়ের দেহ। প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে, স্ত্রীকে হত্যার পর তিনি আত্মহত্যা করেছেন। যদিও এই বিষয়ে চূড়ান্ত

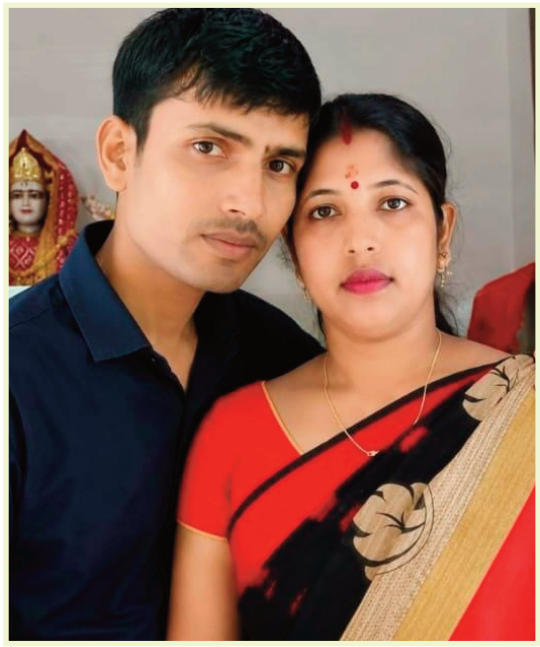

সিদ্ধান্ত তদন্ত শেষ হওয়ার পরই জানা যাবে। এরপর গতকাল একই চুল্লিতে, একই সঙ্গে দাহ করা হয় বিমল রায় ও চুমকি রায়ের দেহ। গ্রামের মানুষ, আত্মীয়-স্বজন সকলেই শেষ বিদায় জানিয়ে বাড়ি ফিরে যান। কিন্তু কেউ বুঝতে পারেননি, এই ঘটনার শেষ অধ্যায় তখনও বাকি। আজ সকালে পশ্চিম দুরামারির রাঙাতি মহাশ্মশানে গরু চরাতে গিয়ে এক ব্যক্তি দেখ তে পান, একটি গাছে ঝুলছে এক যুবকের দেহ। খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় ভিড় জমে যায়। পরে পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে। জানা যায়, তিনি আর কেউ নন, বিমল রায়ের ছোট ভাই সনাতন রায়।সবচেয়ে বেশি চাঞ্চল্য ছড়ায় এই কারণে যে, যেখ ানে আগের দিন দাদা বিমল আর বৌদি চুমকির শেষকৃত্য হয়েছিল, সেই চিতার একেবারে পাশেই ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া যায় সনাতনের দেহ। এই দৃশ্য দেখে অনেকেই কান্নায় ভেঙে পড়েন।স্থানীয়দের দাবি, দাদা ও বৌদির মৃত্যুর ধাক্কা সামলাতে পারেননি সনাতন। আবার গ্রামের অনেকেই বলছেন, চুমকি ও সনাতনের মধ্যে দীর্ঘদিনের সম্পর্ক ছিল। সেই সম্পর্কের পরিণতি এমন করুণভাবে শেষ হলো বলেই তাঁদের ধারণা। তবে এই সবই স্থানীয়দের বক্তব্য। পুলিশ এখনও এই বিষয়ে কোনও সরকারি মন্তব্য করেনি।আরও একটি বিষয় নিয়ে এলাকায় জোর আলোচনা শুরু হয়েছে। স্থানীয়দের দাবি, মৃত্যুর আগে সনাতনের হোয়াটসঅ্যাপ স্ট্যাটাসে চুমকি ওরফে রূপার সঙ্গে তাঁর কিছু ঘনিষ্ঠ ছবি দেখা গিয়েছিল। সেই ছবি নিয়ে এখন নানা আলোচনা চলছে। তবে এই স্ট্যাটাসের সত্যতা বা তা তদন্তে কী গুরুত্ব পাচ্ছে, সে বিষয়ে পুলিশ এখনও কিছু জানায়নি। স্থানীয়দের আরও দাবি, সনাতনের মৃতদেহের কাছ থেকে একটি ভিআইপি সুটকেস উদ্ধার হয়েছে। সেই সুটকেসে নাকি ছিল সিঁদুর, শাখা এবং বিয়ের কিছু সামগ্রী। এই ঘটনাকে ঘিরে অনেকেই নানা রকম ব্যাখ্যা দিচ্ছেন। কেউ বলছেন, অপূর্ণ ভালোবাসার টানেই হয়তো তিনি এসব নিয়ে শ্মশানে গিয়েছিলেন। তবে এই দাবিরও এখনও কোনও সরকারি সত্যতা মেলেনি।

স্কুল ভ্যানে মিনিবাসে ধাক্কা, আহত ৫ ছাত্রী

সীতারাম মুখোপাধ্যায়, নয়া জামানা, আসানসোল ঃ আসানসোলের মুরগাসোল প্যান্টালুনসের কাছে ভয়াবহ দুর্ঘটনা । আজ ভোর ৬টা নাগাদ আসানসোলের মুরগাসোল এলাকায় প্যান্টালুনস শোরুমের কাছে একটি দ্রুতগামী মিনিবাস 'কলকাতা গার্লস হাই স্কুল'-এর ছাত্রীদের বহনকারী একটি মারুতি ওমনি ভ্যানের সঙ্গে সজোরে ধাক্কা খায়। সংঘর্ষটি এতটাই তীব্র ছিল যে ভ্যানটিকে প্রায় ২৫ মিটারেরও বেশি দূর পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাওয়া হয়। স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন এবং আহত ৫ জন ছাত্রীকে আসানসোল জেলা হাসপাতালে নিয়ে যেতে সহায়তা করেন। পুলিশ মিনিবাসটি বাজেয়াপ্ত করেছে এবং ঘটনাস্থল থেকে যান চলাচল স্বাভাবিক করেছে। স্কুল চলাকালীন সময়ে বেপরোয়া গাড়ি চালানোর ঘটনায় স্থানীয় বাসিন্দারা গভীর ক্ষোভ ও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

জলপাইগুড়ি রোড স্টেশনের উদ্বোধনে সুকান্ত মজুমদার

বাবলু রহমান , নয়া জামানা, জলপাইগুড়ি ঃ উত্তরবঙ্গে সাজো সাজো রব। কেন্দ্রীয় সরকারের অমৃত ভারত স্কিমের আওতায় ঢেলে সাজানো হয়েছে আরও একটি স্টেশন। আজ, শুক্রবার ভার্চুয়ালি সেই স্টেশনের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সাজো সাজো রব রেল দফতরে।অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের আওতায় প্রায় ৩৫ কোটি টাকা ব্যয়ে আধুনিকীকরণ করা হয়েছে জলপাইগুড়ি রোড রেলওয়ে স্টেশনের। রেলের দাবি, উন্নত পরিকাঠামো, আধুনিক যাত্রীসুবিধা এবং প্রতিবন্ধী-বান্ধব ব্যবস্থা চালু করার মাধ্যমে স্টেশনটি উত্তরবঙ্গের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ কেন্দ্র হিসেবে আরও কার্যকর হবে।স্টেশনে থাকছে নতুন সার্কুলেটিং এরিয়া, সুসংগঠিত পার্কিং, প্রশস্ত প্রবেশদ্বার, আধুনিক ওয়েটিং রুম, ক্যাফেটেরিয়া, মডিউলার শৌচাগার। শিশুদের জন্য থাকছে বিশেষ ব্যবস্থা, রয়েছে উন্নত বুকিং কাউন্টারও। পাশাপাশি ১২ মিটার চওড়া নতুন ফুটওভার ব্রিজ, দু'টি লিফট, র‍্যাম্প, ট্যাকটাইল পথ, ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ড ও উন্নত যাত্রী তথ্য ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।সবুজায়ন ও উন্নত আলোকসজ্জার মাধ্যমে স্টেশন চত্বরকে আরও নিরাপদ ও আকর্ষণীয় করে তোলা হয়েছে। এই স্টেশন ঘিরে এলাকার

বাসিন্দাদের উৎসাহ তুঙ্গে রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, পশ্চিমবঙ্গের ৯৮টি অমৃত ভারত স্টেশনের অন্যতম এই জলপাইগুড়ি রোড স্টেশন। শুক্রবার বিকেলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী পুনর্নির্মিত স্টেশনটির উদ্বোধন করবেন। ইতিমধ্যেই শিলিগুড়ি এসে পৌঁছে গিয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার আজ সুকান্ত মজুমদারের উপস্থিতিতেই জলপাইগুড়ির এই ষ্টেশনটি শুভ উদ্বোধন হতে চলেছে।

পুরুষের অ্যাকাউন্টে বিধবা ভাতা !

বিজেপির বুথ সভাপতিকে ঘিরে চাঞ্চল্য

বাবলু রহমান, নয়া জামানা,কোচবিহার ঃ অবাক কাণ্ড। পুরুষ পাচ্ছেন বিধবা ভাতা। তাও তিনি আবার বিজেপির বুথ সভাপতি। ঘটনায় তুমুল চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে মেখ লিগঞ্জে। মেখলিগঞ্জ ব্লকের জামালদহ গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৩৪ নম্বর পানিশালা গ্রাম। সেখানেই বাস করেন বিন্দু বর্মন নামে এক পুরুষ। বিধবা মহিলাদের জন্য নির্ধারিত ভাতা গত এক বছর ধরে তিনি পাচ্ছেন। যিনি আবার বিজেপির বুথ সভাপতি।৬১ বছরের বিন্দু বর্মন জানান, তিনি বার্ধক্য ভাতার জন্য আবেদন করেছিলেন। এতদিন তিনি মনে করেছিলেন, তাঁর অ্যাকাউন্টে যে টাকা আসছে তা বার্ধক্য ভাতারই অর্থ। কিন্তু এদিন ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ও সরকারি নথিপত্র যাচাই করতে গিয়ে তিনি জানতে পারেন, তিনি ইন্দিরা গান্ধি জাতীয় বিধবা পেনশন প্রকল্পের আওতায় ভাতা পাচ্ছেন। এই তথ্য সামনে আসতেই হতবাক হয়ে যান তিনি নিজেও।

ঘটনার পর বিন্দু বর্মনের অভিযোগ, এটি নিছক ভুল নয়, বরং তাঁর রাজনৈতিক ভাবমূর্তি নষ্ট করার উদ্দেশ্যে তৃণমূলের পরিকল্পিত চক্রান্ত। তাঁর দাবি, আমি বার্ধক্য ভাতার আবেদন করেছিলাম। অথচ, আমার নামে বিধবা ভাতা চালু করা হয়েছে। এর সঙ্গে যারা জড়িত, তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হোক এবং অবিলম্বে এই ভুল সংশোধন করা হোক। এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, একজন পুরুষ কীভাবে বিধবা ভাতার উপভোক্তার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হলেন? আরও বড় প্রশ্ন, টানা এক বছর ধরে সেই ভাতা দেওয়া হলেও প্রশাসনের নজরে বিষয়টি কেন এল না? এটি কি শুধুই প্রশাসনিক গাফিলতি, নাকি এর পিছনে অন্য কোনও কারণ রয়েছে, তা নিয়ে শুরু হয়েছে জোর বিতর্ক।

Naya Jamana Evening Edition.....9 june.....2026_Layout 1 17-07-2026 16:44 Page 4

কোন্নগরে অবনীন্দ্রনাথের বাগানবাড়ি

যেখানে তিনি প্রথম কুঁড়েঘর আঁকতে শিখেছিলেন

সাদা রঙের একতলা ভবন। খড়খড়ি দেওয়া জানলা, উঁচু উঁচু খিলান, আর কড়ি-বর্গার সাবেকি ছাদ। বাড়ির সামনে দিয়ে সিঁড়ি নেমে গিয়েছে সোজা গঙ্গা পর্যন্ত। ডানদিকের ঘরে জানলার ঠিক পাশটিতে বসে এক মনে ছবি আঁকছেন কিশোর অবনীন্দ্রনাথ। আবার কখনও নদীর দিকে তাকিয়ে একমনে বুনে চলেছেন কল্পনা।দীর্ঘ সময় ধরে জীর্ণদশায় পড়ে থাকার পর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পর্যটন বিভাগ এবং কোন্নগর পৌরসভার যৌথ উদ্যোগে ২০২০ সালের ৫ মার্চ নতুন করে সেজে উঠেছে গঙ্গার ধারে এই প্রাচীন স্মৃতি সৌধটি। তআমরা কিন্তু রীতিমতো লড়াই করে এই বাড়ি লাখে াটিয়াদের থেকে উদ্ধার করেছি। কোর্ট কেস চলেছে বহুদিন। নাহলে হয়তো দেখ তেন এতদিনে এখানেও কোনো এক প্রোমোটার এসে পেল্লাই ফ্ল্যাট তুলে দিয়েছেন। আর সেই ফ্ল্যাটের নিচে অচিরেই কবর পেয়েছে এই এতো এতো স্মৃতি, বললেন কোন্নগর পৌরসভার কর্মচারী শুকদেব ঘোষাল।এই বাগান বাড়িটির প্রতিটি ইঁট সাক্ষী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোটোবেলার। এখানে বসে তাঁর চিত্র শিল্পের শুরু। ১৯৪৪ সালে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'জোড়াসাঁকোর ধারে' গ্রন্থে উল্লিখিত আছে, তিনি এই বাগানবাড়িতে বসেই জীবনে প্রথম কুঁড়েঘর আঁকতে শেখেন। এমনকি রবি ঠাকুরের জীবনস্মৃতিতেও এই বাড়ির উল্লেখ পাওয়া যায়। অবনীন্দ্রনাথ নিজের জীবনীমূলক গ্রন্থে বলেছিলেন,কোন্নগরে কি আনন্দেই কাটাতুম।সেই সেবার কোন্নগরে আমি কুঁড়েঘর আঁকতে শিখি। (- জোড়াসাঁকোর ধারে, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।)

২০১৭ সালে হেরিটেজ তকমা পায় অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাগানবাড়িটি। মাথাপিছু ১০ টাকা করে টিকিটের বিনিময়ে এ বাড়িটির মধ্যে আপনি খুঁজে পাবেন শান্তিনিকেতনের পরিবেশ।১৮৭০ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাই গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই বাগানবাড়িটি নির্মাণ করেন। পিতার উত্তরাধিকার সূত্রেই পরবর্তী কালে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই বাড়ির মালিক হন। অবন ঠাকুরের চিঠিপত্র এবং স্মৃতিকথা থেকে জানা যায়, তাঁর পিতা গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই বাড়ি নির্মাণের উদ্দেশ্যে সেই সময় প্রচুর অর্থব্যয় করেছিলেন। শুধু তাই নয়, বাড়ির অন্দরসজ্জা এবং আসবাবপত্রের মধ্যে ছিল অসাধারণ শৈল্পিক নৈপুণ্য। বাগান বাড়ির রাজকীয়তা এবং প্রকৃতির অসাধারণ সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ থাকায় শিশু সাহিত্যিকের মনে হতো তিনি যেন অন্যরকম জগতে তাঁর শৈশব কাটিয়ে ছিলেন। তাঁর লেখনী থেকে এ-ও জানা যায়, এই বাগান বাড়িতে নাকি সপ্তাহান্তে জমজমাট আসর বসতো গুণীজনদের।সোম থেকে রবি, প্রতিদিন দর্শনার্থীদের জন্য খোলা থাকে এই বাড়ির দরজা। সকাল দশটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত। মাথাপিছু ১০ টাকা করে টিকিটের বিনিময়ে এ বাড়িটির মধ্যে আপনি খুঁজে পাবেন শান্তিনিকেতনের মতো পরিবেশ। আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু, বেল সহ নানারকম বাহারি ফল ও ফুলের ভরপুর আমেজ।'জোড়াসাঁকোর ধারে'-তে একবার তিনি লিখছেন, তরাত জেগে দেখেছি চেয়ে, কাঁঠালতলায় যেন সত্যি কাঠবেড়ালির বিয়ে হচ্ছে, খুদে খুদে আলোর মশাল জ্বালিয়ে এলো তাঁদের বরযাত্রী বরকে নিয়ে, মহা হৈ চৈ, বাদ্যভান্ড, দৌড়াদৌড়ি, হুলুস্থুলু ব্যাপার। সব দেখেছি কল্পনায়। কাঠালতলায় যে জোনাকি পোকা জ্বলছে তখন তা জ্ঞান নেই।দ এ কল্পনা অবন ঠাকুর করেছিলেন হুগলির এই বাগানবাড়িতে বসে। অবন ঠাকুরের আর দোষ কি! এই পরিবেশে কল্পনাও যে হয়ে যায় ঘোর বাস্তব। তাঁর এই লেখনি কাঁঠালবাগানে এখনও সংরক্ষণ করা রয়েছে।২০১৭ সালে বাগান বাড়িটি হেরিটেজ তকমা পাওয়ার পর থেকে প্রতিদিনই অসংখ্য মানুষের আনাগোনা হয় এখানে। ছুটির দিনে সেই সংখ্যাটা প্রায় ৩০০ ছড়িয়ে যায়। এই বাগানবাড়ির দায়িত্বে থাকা অপর একজন কর্মচারী অমিত চ্যাটার্জি জানান, মাত্র কয়েকদিনের এই পথচলায় জনপ্রিয়তার নিরিখে পশ্চিমবঙ্গ সরকারে পর্যটন মানচিত্রে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাগান বাড়িটি প্রথম স্থান দখল করেছে।মূল ভবনের ভিতরে রয়েছে অবনীন্দ্রনাথের আঁকা বিভিন্ন ছবির রেপ্লিকা। এছাড়াও রয়েছে তাঁর নিজের আঁকা আত্মপ্রতিকৃতি। রয়েছে তাঁর অনন্য সৃষ্টি কাটুমকুটুমের নিদর্শনও। ভবন বাঁদিকের রাস্তা দিয়ে বেরোলেই চোখে পড়ে প্রাচীন একটি স্নানাগার। প্রধান কর্মকর্তা শুকদেববাবু জানান, এখানেই সেকালে ঠাকুরবাড়ির সদস্যরা স্নান করতেন। এখন এই জলে বেশ কিছু কচ্ছপের বাস। শুকদেববাবু আরও খানিকটা ঘুরিয়ে দেখান। বাগানের কোন গাছটির কতো বয়স, কোথায় বিষধর সাপের আস্তানা, কোন সময় কোন পরিযায়ী পাখির আনাগোনা হয় অথবা কোথায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আসর বসে ইত্যাদি সব কিছুই একজন দক্ষ গাইডের মতো বুঝিয়ে দিলেন। লক্ষ্য করলাম কী অসাধারণ দক্ষতায় তিনি মুখে শব্দ করে জলে থাকা রঙিন মাছেদের এক জায়গায় জড়ো করছেন। তসরকারি নিয়ম অনুযায়ী সপ্তাহে একটি দিন করে আমাদের ছুটি থাকে। কিন্তু আমি এমন ভাবেই জড়িয়ে গিয়েছি এই বাগানের প্রতিটি গাছ এবং প্রাণীদের সঙ্গে যে ছুটির দিনগুলোতেও চলে আসিদ, বললেন শুকদেব ঘোষাল।শুকদেববাবুর এই জড়িয়ে পড়া যে কেবল কথার কথা নয়, তা ওই কয়েক মুহূর্তেই বেশ ঠাহর করতে পারলাম। কখন যেন আমিও জড়িয়ে পড়েছি মাদার গাছের আঁধার আর গঙ্গার স্নিগ্ধ হাওয়ার সঙ্গে। প্রায় ১৩ বিঘা জমির উপর নির্মিত এই বাগান বাড়িটি যেন আস্ত একটা সময়ের দলিল। যে দলিলে কেবল হিন্দুদের নাম খোদাই আছে তা নয়, রয়েছে ইসলাম দস্তাবেজও। এই বাগানের দক্ষিণ পূর্ব কোণে আজও টিকে রয়েছে সৈয়দ পীর বাবার মাজার। অপূর্ব এ সহাবস্থান।

বিভেদের মাঝে যেন মহা মিলনের বার্তা।কলকাতা থেকে সহজেই আসা যায় হুগলি জেলার কোন্নগর ২ নম্বর মীর পাড়া লেনে অবস্থিত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাগান বাড়িটিতে। হাওড়া থেকে লোকাল ট্রেনে ষষ্ঠ স্টেশন কোন্নগর। স্টেশন থেকে মিলবে টোটো অথবা রিক্সা। এছাড়াও সড়কপথে জিটি রোডের ওপর মীর পাড়া বাস স্টপেজে নামলে চোখে পড়বে সেই পুরোনো গলি। গলিতে ঢোকার মুখেই রয়েছে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মূর্তি। যেন স্বয়ং পাহারা দিচ্ছেন তাঁর প্রিয় বাগানবাড়িটি। যে বাড়ির অন্দরে কান পাতলে মেলে এক অন্যরকম নিস্তব্ধতা। মেলে কবীর সুমনের বিখ্যাত গানের কলি - ছলাৎছল ছলাৎছল ছলাৎছল...ঘাটের কাছে গল্প বলে নদীর জল...। সৌ ঃ বঙ্গদর্শন

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস ।। সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।